কুষ্টিয়ায় ৮শ ছাড়িয়েছে করোনা আক্রান্তঃ ১৯ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় চারজন রোগী মারা গেছেন। এর মধ্যে তিনজন নারী ও একজন পুরুষ।

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার জেলায় কোভিড রোগী ৮০০ ছাড়িয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে কুষ্টিয়ার ১০১টি নমুনা পরীক্ষা করে নতুন ২৭ জনকে করোনা পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় কোভিড রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ৮১৫।

এদিকে আজ বুধবার সকাল ১০টা থেকে কুষ্টিয়া ও ভেড়ামারা পৌরসভায় ১৪ দিনের লকডাউন শেষে সব ধরনের দোকানপাট ও শপিং মল খুলে দেওয়া হয়েছে।

জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভা শেষে গতকাল রাতে জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন এ সিদ্ধান্ত দেন।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জুবায়ের হোসেন চৌধুরী রাতেই এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, মারা যাওয়া চারজনই কুষ্টিয়া পৌরসভার ত্রিমোহনী, কমলাপুর, স্টেডিয়ামপাড়া ও কালীশংকরপুরের বাসিন্দা। তাঁরা প্রত্যেকেই বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। এ পর্যন্ত জেলায় ১৯ জন কোভিডে মারা গেলেন। আক্রান্ত অনুপাতে মৃত্যু হার ২ দশমিক ৩৩।

নতুন আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কুষ্টিয়া পৌর এলাকায় ১৮ জন, কুমারখালী উপজেলায় ৬ জন, মিরপুরে ১ জন ও খোকসা উপজেলার দুজন। সব মিলিয়ে এযাবৎ জেলায় ৮১৬ জন কোভিড রোগী শনাক্ত হলেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে ছাড় পেয়েছেন ৩৮৩ জন। বাড়িতে আইসোলেশনে (বিচ্ছিন্ন থেকে) চিকিৎসাধীন ৩৭৮ জন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৪০ জন। মারা গেছেন ১৭ জন।

গত সোমবার রাতে কুমারখালী কুণ্ডুপাড়ার এক বাসিন্দা ৭২ বছর বয়স্ক একজন পুরুষ রোগী মৃত্যুবরণ করেন। গতকাল দুপুরে শহরের চৌড়হাস

এলাকায় এক নারী ও রাত সাড়ে আটটায় ত্রিমোহনী এলাকায় এক নারী মারা যান।

জুলাই মাসের গত সাত দিনে জেলায় ১৯৪ জন কোভিড রোগী শনাক্ত হয়েছেন। আর মারা গেছেন ছয়জন। দুটি পৌরসভায় কঠোর লকডাউন ঘোষণা করা হলেও ভেড়ামারায় তা অনেকটা কার্যকর হয়েছে।

সেখানে ১৪ দিনে রোগীর সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কমেছে। তবে কুষ্টিয়া পৌরসভায় আক্রান্ত ও মৃত্যু দুটিই বেড়েছে। এরই মধ্যে আজ সকাল থেকে লকডাউন প্রত্যাহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার উদ্যোগে ছাদবাগানে বৃক্ষরোপন

রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকা পরিবেশ রক্ষায় বাড়ির ছাদে সবুজ বাগান তৈরি করেছেন। তিনি কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রোটারীয়ান অজয় সুরেকার সহধর্মীনি। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেই তিনি তার ছাদে ড্রাম ও টবে গাছ লাগিয়েছেন।

মঙ্গলবার তার ছাদবাগানে গিয়ে আরও কিছু গাছ লাগিয়ে বৃক্ষরোপন কর্মসুচির শুভ সূচনা করা হয়।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার উদ্যোগে প্রতিদিনের মতো এ বৃক্ষরোপনের কর্মসূচী পালন করা হয়।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট রোটারীয়ান কাজী শামসুন নাহার আলো এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকা বলেন, গাছের পরিচর্যার ব্যাপারে তিনি বলেন, বাগানের প্রত্যেকটা গাছকে তিনি নিজের সন্তানের মতোই যত্ন করেন। কোন ধরনের রাসায়নিক সার প্রয়োগ না করে জৈব সার ব্যবহার করেন।

পরিবেশ রক্ষায় বাড়ির ছাদে সবুজ বাগান তৈরি করেছেন কেন এমন প্রশ্নের জবাবে রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকা বলেন, বিষমুক্ত টাটকা ফল-মূল, শাক-সবজির স্বাদ আস্বাদনের জন্য ছাদে বাগানের কোন বিকল্প নেই। শহরের পরিবেশ রক্ষায় এ ধরণের ছাদ ও ব্যালকনি বাগানের ভূমিকা অপরিসীম।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার সেক্রেটারী রুয়াইম রাব্বী জানান, রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া ৭ম দিনের মতো আহার প্রতিদিন এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে। এ ধারাবাহিকতা মঙ্গলবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় খাদ্য উপহার প্রদান করা হয়।প্রতিদিনের খাবার বিতরণের পাশাপাশি আজকের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকার বাড়ির ছাদে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে কর্মসুচির শুভ সূচনা করা হয়।

পদ্মায় নৌকা ডুবিতে নিখোঁজ ৪

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর পদ্মা নদীতে দুইটি ডোঙা নৌকা ডুবিতে ৪ জন নিখোঁজের খবর পাওয়া গেছে। এঘটনায় আরো ৯ জন অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

মঙ্গলবার(০৭ জুলাই) সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে নদী সংলগ্ন সাদিপুর ইউনিয়নের ঘোষপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় এ নৌকা ডুবির ঘটনা ঘটেছে।

নিখোঁজ ব্যক্তিরা হলেন- জেলার ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামের হারান শেখের ছেলে জুয়েল (৩০), নজু’র ছেলে জাকির (২৫), জলিলের ছেলে শরিফুল (৩১) ও রঞ্জিতের ছেলে জুবা (৩২)।

উদ্ধারকৃত ব্যক্তিরা হলেন একই এলাকার তুকা প্রামাণিকের ছেলে জহির(৩৩), কটার ছেলে বিপুল (৩০),আমজেদের ছেলে বকুল (৪০), শাহজামালের ছেলে সাজু (৩৫), ফজলের ছেলে তদে (৩২), আগা’র ছেলে সুলতান(৩০), মানিকের ছেলে মনসুর (৩২),খবিরের ছেলে জামিন (৩০) ও শামিমের ছেলে রিফাত (১৫)।এদের সবার পেশায় দিনমজুর।

জানা গেছে,ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের জামালপুর থেকে ইঞ্জিল চালিত করিমনে কুমারখালীর ঘোষপুর এসে দুইটি ডোঙা নৌকায় পদ্মা নদী পাড় হয়ে উলু ঘাস কাঁটাতে চরে যাচ্ছিল ১৩ জন দিনমজুর। একটি নৌকায় ছিল ৯ জন ও অপর নৌকায় ৪ জন।নদীর কুল থেকে একটু দুরে যাইতেই পানির প্রবল স্রোতে নৌকা দুটি ডুবে যায়। এরপর ৯ জন সাঁতার দিয়ে নদীর কুলে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেও এখনও নিখোঁজ রয়েছে ৪ জন।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে সাদিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তোফাজ্জেল হোসেন বলেন,করিম গাড়িতে এসে ডোঙা নৌকায় নদী পাড়ি দিয়ে চরে উলু ঘাস কাঁটতে যাওয়ার সময় দুইটি নৌকা ডুবে যায়।এরপর সাঁতার কেটে ৯ জন নদীর কুলে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেও এখন পর্যন্ত ৪ জন নিখোঁজ রয়েছে। উদ্ধারকৃতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ায় সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং এরা সবাই ভেড়ামারা উপজেলার জামালপুরের লোক।তিনি আরো জানান,নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য ফায়ার সার্ভিস কে খবর দেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে কুমারখালী ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা অমিয় কুমার বিশ্বাস জানান,সাদিপুর একটি রিমোর্ট এলাকা হওয়ায় আমরা এখনও ঘটনাস্থলে পৌছাতে পারিনি,তবে পাবনার ফায়ার সার্ভিস দল কাজ করছে।

কুষ্টিয়ায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে একজন নিহত

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে আধিপত্য বিস্তার ও পূর্ব বিরোধের জেরে দু’দল গ্রামবাসীর সংঘর্ষে মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন (৪৬) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশসহ আহত হয়েছেন ২৫ জন।

সোমবার (৬ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার পান্টি ইউনিয়নের সান্দিয়ারা বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন কুমারখালী উপজেলার পান্টি ইউনিয়নের সান্দিয়ারা গ্রামের মো. মোফাজ্জলের ছেলে।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান জানান, পান্টি ইউনিয়নের সান্দিয়ারা বাজারে আধিপত্য বিস্তার ও পূর্ব বিরোধ নিয়ে দু’দল গ্রামবাসী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

এ সময় উভয়পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একে অপরের ওপর হামলা, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় লিপ্ত হয়। সংঘর্ষে বিল্লাল নামে একজন নিহত হয়েছেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ৬ পুলিশসহ উভয়পক্ষের অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন।

আহতদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়া জেলা খাদ্য কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা অটো মিল মালিক সমিতির

কুষ্টিয়া অটো এন্ড মেজর হাস্কিং মিল মালিক সমিতির পক্ষ থেকে সদ্য যোগদানকৃত জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসার (ডিসি ফুড) এস এম তাহসিনুল হককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কুষ্টিয়া অটো এন্ড মেজর হাস্কিং মিল মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ।

সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া অটো এন্ড মেজর হাস্কিং মিল মালিক সমিতির সভাপতি হাজী আব্দুস সামাদ ও সাধারণ সম্পাদক হাজী জয়নাল আবেদীন প্রধানের নেতৃত্বে সদ্য যোগদানকৃত এ কর্মকর্তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার খাদ্যবান্ধব সরকার। এই কুষ্টিয়া জেলা দেশের এক তৃতীয়াংশ চালের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। তাই বর্তমান সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা করতে সকল মিল মালিকদের এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া জেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি এস এম বজলুর রহমান, সিনিয়র সভাপতি সহ সভাপতি হাজী লিয়াকত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক হাজী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, কোষাধক্ষ্য হাজী আবুল হোসেন সরদারসহ কুষ্টিয়া সদর উপজেলা শাখার সভাপতি মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান মোল্লা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাজী মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার ‘আহার প্রতিদিন’ কর্মসূচি অব্যাহত

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া আহার প্রতিদিনের ৬ষ্ঠ দিনে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পেশাজীবিদের মধ্যে খাদ্য উপহার বিতরণ করেছে।
কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় গত ১লা জুলাই থেকে কর্মসূচির দ্বিতীয় দফায় প্রতিদিন ১হাজার ব্যক্তিকে খাদ্য উপহার প্রদান করে যাচ্ছে।

তারই ধারাবাহিকতায় সোমবার ৬ষ্ঠ দিনে কুষ্টিয়ার থানাপাড়া, কোর্টপাড়া, মোল্লাতেঘরিয়া, পিটিআইরোড, মজমপুর, চৌড়হাস, বিসিক, বটতৈল, হাউজিং, আমলাপাড়া, এন. এস. রোড, আড়ুয়াপাড়া, বড়বাজার, মিলপাড়া, ছেউড়িয়া, লালনশাহ মাজার এলাকায় মধ্যবিত্ত, চাকুরীজীবি, শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবিদের মাঝে খাদ্য উপহার বিতরণ করা হয়।

আহার প্রতিদিন কর্মসূচির পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার্থে সহযোগিতা করার জন্য বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া।
১লা জুলাই থেকে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং ব্যক্তিমালিকাধীন বাড়ি বা জমি প্রাঙ্গনে প্রতিদিন বৃক্ষরোপণ এবং সবাইকে বৃক্ষরোপণের প্রতি উৎসাহিত করাসহ সহযোগিতা কামনা করেছে রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার ২০২০-২১ বর্ষের প্রেসিডেন্ট কাজী সামছুন নাহার আলো বলেন, ”কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া গত ১লা জুলাই থেকে আহার প্রতিদিন কর্মসূচির মাধ্যমে কুষ্টিয়াবাসীর পাশে রয়েছে এবং আমরা বিভিন্ন পেশাজীবিদের বাড়িতে খাবার পৌছে দিচ্ছি। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও প্রতিদিন অব্যাহত রয়েছে। ”

কুষ্টিয়ায় নতুন আক্রান্ত ৩৮, মোট ৭৪৬

কুষ্টিয়ায় নতুন করে আরও ৩৮ করোনা পজিটিভ বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

রবিবার রাতে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজের পিসিআর ল্যাবে কুষ্টিয়ার ১৯৩ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এরমধ্যে নতুন করে ৩৮ জন করোনা পজিটিভ বলে সনাক্ত করা হয়। এনিয়ে এখন পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় ৭৪৬ জন কোভিড রোগী সনাক্ত হলো।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ২০ জন, দৌলতপুরে ৪ জন , ভেড়ামারায় ৫ জন, কুমারখালীতে ৭জন ও খোকসা উপজেলায় ২ জন।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ছাড় পেয়েছেন ৩৩৭ জন, বর্তমানে হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩৬২ জন, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৩৪ জন। এ পর্যন্ত জেলায় ১৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

কুষ্টিয়ায় ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে খালু আটক

কুষ্টিয়া শহরের হাউজিং কদমতলা এলাকায় ৪ বছরের একটি শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে আব্দুল্লাহ (৩৫) কে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টার সময় হাউজিং কদমতলা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়া আব্দুল্লাহ বাড়ি মাগুরায়। সে কুষ্টিয়া হাউজিং কদমতলায় ভাড়া থাকতো।

অভিযোগকারী প্রতিবেদককে জানান শিশুটির সম্পর্কে সে খালু হয়। সে এমন ধরণের কাজ করবে আমরা তা কখন ভাবেনি।

কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান, রবিবার বিকেলে হাউজিং কদমতলা ওই শিশুটি বাড়ির সামনে রাস্তায় খেলাধুলা করার সময় খাবার জিনিস দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে আব্দুল্লাহ শিশুকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে।

শিশুটি অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে গিয়ে তার পিতা মাতাকে জানালে তারা আমাদেরকে খবর দিলে, আমরা আব্দুল্লাহ কে আটক করতে সক্ষম হই।

এ বিষয় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে তিনি জানান।

দৌলতপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে একজনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মুন্না আহম্মেদ (২২) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুরের দিকে উপজেলার শীতলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মুন্না একই উপজেলার রিফায়েতপুর ইউনিয়নের বিন্দিপাড়া গ্রামের আজগর আলীর ছেলে।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) নিশিকান্ত জানান, শীতলপাড়া এলাকায় একটি নবনির্মিত ভবনে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করছিলেন মুন্না। দুপুরের দিকে পানি উত্তোলনের জন্য বৈদ্যুতিক মোটর চালু করতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত তিনি।

তাকে উদ্ধার করে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়ায় লক্ষ্যমাত্রার অধিক পাটচাষ

গেলো বছর পাটের দাম ভালো পাওয়ায় এবারও কুষ্টিয়ার কৃষকরা পাট চাষের দিকে ঝুঁকেছে।

লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে পাটের চাষ করেছে বলে জানিয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদগ্তর।

তবে কৃষকরা জানান, ‘কয়েক বছর আগেও পাটের দাম ভালো না পাওয়ায় অনেক চাষী পাট চাষ ছেড়েই দিয়েছিল। গত দুই/তিন বছর ধরে পাটের দাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে একই সাথে দেশে ও বিদেশে পাটের চাহিদা বাড়ার কারণে চাষীও ভালো দাম পাচ্ছে। এভাবে দাম থাকলে আগামীতে আরও বেশি জমিতে পাট চাষ করবেন বলে জানিয়ে প্রত্যান্ত অঞ্চলের কৃষকরা।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের হাজরাহাটি এলাকার চাষি আব্দুল্লাহ বলেন, গতবছর আমি দুই বিঘা জমিতে পাটের আবাদ করেছিলাম। ভালো দাম পেয়েছিলাম। ১হাজার ৭০০ থেকে দুই হাজার টাকা মণ পর্যন্ত বিক্রি করেছিলাম। দাম ভালো পাওয়ার কারণে এবং লাভবান হওয়ায় এ বছর আমি চার বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছি। পাটের রোগবালাই তেমন একটা নেই। পাটও বেশ ভালো হয়েছে। দাম ভালো পেলে লাভ হবে ভালোই।’

স্থানীয় পাট অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্য মতে, লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ২ হাজার ২৭৮ একর জমিতে বেশি পাটের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে কুষ্টিয়া সদরে ৬ হাজার ৭৯২ একর, কুমারখালীতে ১২ হাজার ৩২৫ একর, খোকসায় ১০ হাজার ৬২১ একর, মিরপুরে ১৭ হাজার ৯২ একর, ভেড়ামারায় ৮ হাজার ৭০৬ একর এবং দৌলতপুর উপজেলায় ৪০ হাজার ৯৭৭ একর জমিতে পাট চাষ করা হয়েছে। গত বছর জেলায় পাট চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিলো ৯০ হাজার ৫০০ একর জমি। সে বছর পাটের আবাদ হয়েছিলো ৮৯ হাজার ৫৩৪ একর জমিতে। এ বছর পাটের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে ৪ লাখ ২৪ হাজার ৬৫৪ বেল।

পাটের দাম ভালো পাওয়ায় চাষীরা পাট চাষ বেশি করেছেন উল্লেখ করে কুষ্টিয়া জেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা মামুন-অর-রশিদ জানান, গত বছর কৃষকরা সর্বশেষ ২৪০০-২৫০০ টাকা পর্যন্ত মণ হিসেবে পাট বিক্রি করেছেন। যখন পাট ওঠে তখনও ১৭০০-২২০০ টাকা পর্যন্ত দাম পেয়েছেন। তিনি আরও বলেন, আমরা জেলার প্রায় এক হাজার ৮০০ পাট চাষীদের প্রণোদনা প্রকল্পের মাধ্যমে পাট বীজ, রাসায়নিক সার দেয়া হয়েছে। মূলত পাটের দাম ভালো হওয়ায় চাষীরা পাট চাষে বেশি আগ্রহী হয়েছেন।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ রঞ্জন কুমার জানান, এ বছর কুষ্টিয়া জেলায় পাটচাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৯৪ হাজার ২৩৫ একর জমি।কিন্ত জেলার ৬টি উপজেলায় চলতি মৌসুমে মোট পাটের আবাদ হয়েছে প্রায় ৯৬ হাজার ৫১৩ একর জমিতে।